দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... DEC. 1 8 1999 ..
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭ ..

মানবিক উন্নয়নে শিক্ষা ও বই

আতিউর রহমান

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

বই পড়ার প্রতিবন্ধকতা হিসাবে অনেক বই-এর মূল্য নিয়ে আপত্তি জানাতে পারেন। কিন্তু সে বিতর্কের সমাধান তো মুজতবা আলী করে দিয়ে গেছেন। "আজ্ঞে, ফরাসী প্রকাশক নির্ভয়ে যে কোন ভাল বই এক ঝটকায় বিশ হাজার ছাপাতে পারে। আমাদের নাভিশ্বাস উঠে দু'হাজার ছাপাতে গেলেই। বেশি বেশি ছাপিয়ে দেউলে হব নাকি? তাই এই অচ্ছেদ্য চক্র। বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না। এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে? প্রকাশক না ক্রেতা? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন, কারণ ঐ দিয়ে সে পেটের ভাত যোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ। এক্সপেরিমেন্ট করতে নারাজ- দেউলে হবার ভয়ে। কিন্তু বই কিনে কেউ তা কখনো দেউলে হয়নি। বই কেনার বাজেট যদি আপনি তিনগুণও বাড়িয়ে দেন, তবু তা আপনার দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই। মাঝখান থেকে আপনি ফ্রান্সের মাছির মত, অনেকগুলো চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মত এক গাদা নতুন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন।" (ঐ)

সুতরাং বইকে আমাদের নিত্যসংগী করে নিতে নিশ্চয়ই অশিক্ষিতের হাতে বই তুলে দিতে হবে। তবে তার চেয়েও বেশী করে বই-এর প্রতি আগ্রহী করতে হবে শিক্ষিত সমাজকে, বিশেষ করে যাদের হাতে সমাজের পরিচালনার ভার রয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ে। শুধু একজন পরিপূর্ণ শিক্ষিত মানুষের নেতৃত্বেই গড়ে উঠতে পারে সংবেদনশীল সমাজ। আর তেমন সমাজেই ঘটতে পারে মানবিক উন্নয়ন। উন্নয়ন খুবই ধীর প্রক্রিয়া। একমাত্র জ্ঞানের দ্রুত বিকাশই তার গতিকে বাড়িয়ে দিতে পারে।

(বই কেনা-সৈয়দ মুজতবা আলী; উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সংকলন, টেকসই বুক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা। ১৯৯৮।)

বই নিয়ে অনেক কথা হল, এবার উন্নয়ন প্রসংগে আসা যাক। প্রথমেই বলেছি উন্নয়ন সংজ্ঞার দিক থেকে ইতোমধ্যেই মাথাপিছু আয়ের সীমানা পেরিয়ে মানবিক বৃত্তিগুলোকে উত্তরণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি নৈতিকতা, আত্মমর্যাদাবোধ, বৈষম্যহীনতা, ক্ষমতায়ন ইত্যাদি সূচকগুলোকে উর্ধ্বমুখী করার জন্য চাই মানুষের মনের দিগন্তের প্রসারণ। এক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জন ব্যতীত আর অন্য কোনো বিকল্প নেই। জ্ঞানার্জনের এ সমতা ভিত্তিক পথে হেঁটেই আমাদের অর্জন করতে হবে এ সূচকগুলোর উর্ধ্বায়নকে। আর সে ক্ষেত্রে বই হচ্ছে প্রথম ও প্রধান হাতিয়ার। এই হাতিয়ারটিকে শক্তিশালী করার জন্য সরকারী, বেসরকারী, সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত সর্বমুখী উদ্যোগ প্রয়োজন।

"আজ্ঞে, ফরাসী প্রকাশক নির্ভয়ে যে কোন ভাল বই এক ঝটকায় বিশ হাজার ছাপাতে পারে। আমাদের নাভিশ্বাস উঠে দু'হাজার ছাপাতে গেলেই। বেশি বেশি ছাপিয়ে দেউলে হব নাকি? তাই এই অচ্ছেদ্য চক্র। বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না। এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে? প্রকাশক না ক্রেতা? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন, কারণ ঐ দিয়ে সে পেটের ভাত যোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ। এক্সপেরিমেন্ট করতে নারাজ- দেউলে হবার ভয়ে। কিন্তু বই কিনে কেউ তা কখনো দেউলে হয়নি। বই কেনার বাজেট যদি আপনি তিনগুণও বাড়িয়ে দেন, তবু তা আপনার দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই। মাঝখান থেকে আপনি ফ্রান্সের মাছির মত, অনেকগুলো চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মত এক গাদা নতুন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন।" (ঐ)
সুতরাং বইকে আমাদের নিত্যসংগী করে নিতে নিশ্চয়ই অশিক্ষিতের হাতে বই তুলে দিতে হবে। তবে তার চেয়েও বেশী করে বই-এর প্রতি আগ্রহী করতে হবে শিক্ষিত সমাজকে, বিশেষ করে যাদের হাতে সমাজের পরিচালনার ভার রয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ে।

আগামী শতকের উপযোগী জ্ঞানকর্মীর দল গড়তে চাইলে, টেকসই মানবিক উন্নয়নের ধারাকে আরো জোরদার করতে চাইলে, সৃজনশীল উদযোগকে উসকে দিতে চাইলে আমাদের একদিকে শিক্ষা ও প্রযুক্তির বিকাশে যেমন বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, ঠিক তেমনি যে হাতিয়ার দিয়ে এই নবধারার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার পক্ষে লড়াই করতে হবে সেই জ্ঞানার্জনের প্রধান উপকরণ বইয়ের সৃজন, বিতরণ ও সংরক্ষণের দিকেও জাতিকে নজর দিতে হবে। শুধু রাষ্ট্র নয়, বাজার এবং সিভিল সমাজকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে জ্ঞানের ভিত্তিভূমি বিকাশের এই লড়াইয়ে সামিল হতে হবে। এ লক্ষ্য পূরণের জন্যে আমাদের বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে;

১. সিভিল সমাজ :

বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার পক্ষে আন্দোলনে নামতে হবে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রসহ আরো কিছু অলাভজনক প্রতিষ্ঠান স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বই পড়ার আনন্দ যেভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং আলোকিত মানুষ তৈরীর ব্রত পালন করছে সেভাবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও এগিয়ে আসতে হবে। সিভিল সমাজই এক সময় লাইব্রেরী গড়া ও বই আন্দোলনে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। আজকাল কমিউনিটি পর্যায়ে পাঠাগার গড়ার আন্দোলনে ভাটা পড়েছে। দু'একটি বড়ো এনজিও (যেমন ব্র্যাক, প্রশিকা) নিয়মিতভাবে বই কিনলেও অন্য সংগঠনগুলো এখনও বই কেনার ব্যাপারে তেমন উৎসাহী নয়। এনজিও ব্যুরো ইচ্ছে করলেই যে কোনো এনজিওর বাজেট অনুমোদনের সময় একটি নির্দিষ্ট শতাংশ অর্থ বই কেনার জন্য আলাদা করে রেখে দেবার বিধান করতে পারে। তাদের সংগে সংযুক্ত কয়েক হাজার এনজিও গড়ে দশটি করে বই কিনলেও অনুমান করতে পারেন কত বাড়তি বই বিক্রি হবে। প্রত্যকেই তখন একটি ভালো লাইব্রেরী (শখাসহ) গড়ার তাগিদ অনুভব করবে। বই কেনা ছাড়াও এসব সংগঠন নিজেরা বই ছাপা, বই প্রদর্শনী, বইপড়া প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কর্মকান্ডকে উৎসাহিত করতে পারে। এদের ফেডারেশন এডাবও বিষয়টি নিয়ে ভাবতে পারে এবং মদত দিতে পারে। তাছাড়া, দেশের অসংখ্য সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন বই পড়া, বিভিন্ন ব্যক্তিগত, সামাজিক অনুষ্ঠানে বই উপহার দেয়ার পক্ষে সামাজিক আন্দোলন করতে পারে। প্রতিমাসে প্রতিটি পরিবার কিছু টাকা সঞ্চয় করে রেখে দিয়ে বইমেলা থেকে নিজেদের ও সন্তানদের জন্য নতুন বই কেনার পক্ষেও সামাজিক আন্দোলন করা যেতে পারে। পশ্চিম বাংলায় বই কেনার পক্ষে এ ধরনের সামাজিক তাগিদ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমাদের সমাজেও এ ধরনের তাগিদ সৃষ্টি করতে হবে।

২. বাজার : বইয়ের বাজার খুবই সীমিত। তাই ব্যক্তিখাতকে বইয়ের বাজার প্রসারে যুক্ত হতে হবে। ব্যাংক বীমাসহ প্রতিটি ব্যক্তি খাতের প্রতিষ্ঠান যাতে নিজস্ব লাইব্রেরী গড়ে তোলে, বই কেনে, বাংলা নববর্ষসহ নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে শুভানুধ্যায়ীদের বই উপহার দেয় তার পক্ষেও জনমত গড়ে তুলতে হবে।

৩. রাষ্ট্র : রাষ্ট্রকেও বই বাজার প্রসারে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি মননশীল বই কেনার যে উদযোগ গ্রহণ করেছে, তাকে আরো বিস্তৃত ও স্বচ্ছ করতে হবে। এ খাতে বড়ো আকারের বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও (ব্যাংক, বীমা, করপোরেশন) যাতে বই কেনার জন্য বাজেট বরাদ্দ করে রাখতে পারে, পালা-পার্বনে বই উপহার দিতে পারে তার অনুমোদন রাষ্ট্রকেই দিতে হবে। ভালো বইয়ের লেখকদের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের সংখ্যা বাড়াতে হবে। পাবলিক লাইব্রেরীগুলো যাতে আরো বেশি টাকার বই কিনতে পারে সে লক্ষ্যে বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে। বই রপ্তানি করে বাড়তি মুনাফা যাতে প্রকাশকরা পেতে পারে সেজন্যে অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের মতো বাড়তি সুবিধে রাষ্ট্রকে দিতে হবে। আজকাল বিদেশে প্রচুর শিক্ষিত বাঙালি বাস করছেন। তাদের কাছে সুলভে বই রপ্তানির জন্য বাড়তি ইনসেনটিভ কাঠামো খুঁজে বের করতে হবে। গার্মেন্টস শিল্প এতো সুবিধা পেলে বই শিল্প কেন সেসব পাবে না? প্রয়োজনে বাজেটে এ খাতের জন্য ভর্তুকির ব্যবস্থা করতে হবে। সব ধরনের বইয়ের ওপর কর আরোপের চিন্তা সরকারকে বাদ দিতে হবে। এমনিতেই মানুষ বই পড়তে চান না। কর আরোপ করলে বই পড়ার হার আরো কমে যাবে। ব্যাংক ঋণ সুবিধাও বই শিল্প অনায়াসে পেতে পারে।

সবশেষে বলতে চাই মানবিক উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পূর্ণ সংগতি রেখেই বইয়ের উন্নয়ন ও বিতরণে রাষ্ট্র, বাজার ও সিভিল সমাজকে সমন্বিত উদযোগ নিতে হবে। আমাদের সমাজের দুর্গতি আমাদেরই দূর করতে হবে। ছোটো ছোটো আনুকূল্যের দ্বারা তো হবে না। বাইরের থেকে একটা একটা অভাবের তালিকা প্রস্তুত করে দেখা সমস্যাকে খন্ড করে দেখা। যে মূলের থেকে তারা সকল অভাব শাখায়-প্রশাখায় ছড়াচ্ছে, সে হচ্ছে প্রতিহত চিত্তধারার শুষ্কতা। মানুষের চিত্ত যেখানে সবল থাকে সেখানে সে আপনার নিহিতার্থকে আপন শক্তির যোগে উদবোধিত করে। চিত্তকে সবল করতে আত্মশক্তির উপলব্ধিকে সচেষ্ট করতে শিক্ষা তথা বইয়ের ভূমিকা যে কতোটা হতে পারে তা আর ব্যাখ্যা নাইবা করলাম। [সমাপ্তি]